দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 OCT 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

26

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এখনও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি

মাসুদ কামাল

চিকিৎসা ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন ছাড়া গত ছয়মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃশ্যত নতুন কিছুর উন্নতি হয়নি। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে এখনও কাজ শুরু হয়নি। নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও ছাত্রছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া ও শিক্ষাদান চলছে সেই আইপিজিএমআর-এর নিয়ম অনুসারেই। দু'এক জায়গায় পরিবর্তন হিসাবে বেড়েছে প্রশিক্ষণ ফী। চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগীদের আর্থিক সম্পৃক্ততা বাড়লেও সুচিকিৎসার নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বহির্বিভাগে রোগীর উপস্থিতি আগের তুলনায় বেড়েছে। কর্তৃপক্ষের মতে, টিকিটের দাম সামান্য বাড়লেও সব মিলিয়ে চিকিৎসা ব্যয় বরং কমেছে অনেক আগের চেয়ে। নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও সরকারী বরাদ্দ ও বাজেট হচ্ছে সেই আগের স্টাইলেই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইনগত স্বীকৃতি পেয়েছে চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল, জাতীয় সংসদে বিল পাশের মধ্য দিয়ে। এরপর প্রথম তিন মাস গেছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কারা বিশ্ববিদ্যালয় থাকবেন আর কারা থাকবেন না এটি নির্ধারণে। ইতোমধ্যে এ জটিলতার নিরসন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা থাকতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আত্তীকরণ করেছে। বেতন-ভাতা পাচ্ছেন তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী, বাকিরা এখনও কর্মরত এখানে সরকারী কর্মচারী হিসাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা জানান, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে ৬০ শতাংশই সরকারী চাকরিতে রয়ে গেছেন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছেন ডেপুটেশনে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তাঁদের প্রতি কোন প্রকার বৈরী মনোভাব নেই। তবে অন্য সকলের মতো পুরস্কার ও তিরস্কারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হবে।

ভর্তি ও শিক্ষাদান চলছে আগের মতোই

গত ছয়মাসে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়টি হচ্ছে বহির্বিভাগে টিকিটের এবং অধিকাংশ ইনভেস্টিগেশনের মূল্য বৃদ্ধি। চিকিৎসার বাণিজ্যিকীকরণ হিসাবে বিষয়টিকে কেউ কেউ অভিহিত করলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা মানতে নারাজ। উপাচার্য প্রফেসর এমএ কাদেরী বলেন, তাই যদি হবে তাহলে বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা বাড়বে কেন? আমরা বরং প্রকৃত রোগীর বাহুল্য ব্যয় আরও কমিয়ে দিয়েছি। তিনি বলেন, আগে ৫ টাকা মূল্যের টিকিট কাটতে নতুন রোগীদের অন্য ডাক্তারের কাছ থেকে ফী দিয়ে রেফার করিয়ে আসতে হতো। এখন আর সে সমস্যা নেই। যে কেউ ১০টাকা ফী দিয়ে টিকিট করতে পারবে। আগের ছোট টিকিটের পরিবর্তে চালু হয়েছে বড় শক্ত কাগজের টিকিট। একবার টিকিট করলে আর একমাসের মধ্যে করতে হবে না। এই টিকিট দিয়েই জটিল রোগীরা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের চিকিৎসা নিতে পারবেন। বিশেষজ্ঞরা নিয়ম করে প্রতিদিন বহির্বিভাগে বসছেন, যা সাধারণ রোগীদের জন্য আগে ছিল রীতিমতো কল্পনার বিষয়। ভিসি জানান, নতুন পদ্ধতির ফলে সাধারণ রোগীদের ভোগান্তি কমেছে। প্রতিদিনই বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। আগে যেখানে প্রতিদিন গড়ে ৫৫০ থেকে ৬০০ রোগী হতো বহির্বিভাগে এখন সেখানে গড় উপস্থিতি ৮০০ থেকে ৮৫০।

বহির্বিভাগের মতো রোগ নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রেও চার্জ বৃদ্ধি করা হয়েছে গতমাস থেকে। ভিসি প্রফেসর কাদেরী এ সম্পর্কে বলেন, আমাদের পক্ষে এখন আর সরকারের মতো ক্ষতি দিয়ে হাসপাতাল চালানো সম্ভব নয়। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এসব ক্ষেত্র থেকে আমাদের টাকা আসা দরকার। তারপরেও এখনও আমাদের রেট যে কোন প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারী ল্যাবের চেয়ে অনেক কম। অথচ রেজাল্ট, অনেক ভাল। নতুন পদ্ধতি চালুর পর ইনভেস্টিগেশনে ভিড় বেড়েছে আগের চেয়ে, সেই সঙ্গে বেড়েছে জবাবদিহিতা। টাকা পয়সা লেনদেন হচ্ছে ব্যাংকের মাধ্যমে। বাইরে থেকেও যে কেউ এখন ইনভেস্টিগেশন করাতে পারবে।

ভিসি বলেন, গরিব রোগীদের সামর্থ্যের কথা আমাদের বিবেচনায় রয়েছে। বহির্বিভাগে রুটিন চেকআপ বিনামূল্যে করা হচ্ছে। ইনডোরে ফ্রী বেডের সংখ্যা এখনও রয়েছে আগের মতোই। তবে সেগুলা যাতে প্রকৃত দরিদ্ররা পায় তা নিশ্চিত করতে চালু করা হয়েছে লিল্লাহ কার্ড পদ্ধতি। একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে লিল্লাহ কার্ডের মাধ্যমে ভর্তির জন্য। গরিবের হক যাতে অন্য কেউ মেরে খেতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। তিনি জানান, লিল্লাহ কার্ডের এই পদ্ধতি শুরু হয়েছে গত বৃহস্পতিবার ৮ অক্টোবর থেকে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে এসব পরিবর্তনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চলছে এখনও সেই সাবেকী নিয়মেই। নতুন কোন ফ্যাকাল্টি খোলা হয়নি– আগের মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, বেসিক সায়েন্স –সেই চারটিই রয়েছে। পিএইচডি, এমএস, এমডি, এমফিল এবং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি করা হচ্ছে। এ ছাড়াও রয়েছে অনারারি ট্রেনিং-এর সুযোগ। এ সবই ছিল আগেও, আইপিজিএমআরতে। বরং বর্তমানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির অভিযোগ উঠেছে কোন কোন মহল থেকে। বলা হচ্ছে, আগে যেখানে কেবল ৫০০ টাকা বার্ষিক ফেরতযোগ্য জামানতের মাধ্যমে অনারারী ট্রেনিং-এর সুযোগ পাওয়া যেত এখন সেখানে প্রতিমাসেই দিতে হচ্ছে ৫০০ টাকা করে। ভর্তি ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারী আগের সেই কোটারীগত বৈষম্য রয়ে গেছে এখনও। এমএস, এমডি'র পরীক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতবিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো বার বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগের পরিবর্তে রয়ে গেছে আমলাতান্ত্রিক প্রভাবিত সীমাবদ্ধ সুযোগের নিয়ম। এ সবই বিশ্ববিদ্যালয় চরিত্রের সঙ্গে বিসাদৃশ্যপূর্ণ। এসব ব্যাপারে উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'বিষয়গুলো একাডেমিক কাউন্সিলের এখতিয়ারভুক্ত। তারা অবশ্যই পরবর্তীতে এসব বিষয়ে সুচিন্তিত এবং যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত দেবে।' প্রফেসর কাদেরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে এটি একটি নতুন কনসেপ্ট। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে সকলেরই প্রত্যাশা বিপুল। সেসব মনে রেখেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধতাটিও দেখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, অথচ আমাদের জন্য নতুন কোন বাজেট বরাদ্দ হয়নি। আগের পিজি'র বরাদ্দ দিয়েই চলতে হচ্ছে আমাদের। বর্তমানে আমরা যা পাচ্ছি তা দেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক কম। অথচ আমাদের এখন প্রশাসনিক ভবন, হল, আবাসিক ব্যবস্থা, নার্সিং হোস্টেল এবং সর্বোপরি শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। অর্থের ব্যবস্থা হলে অনেক কিছুই আমরা করতে পারব।